সোমবার বিকেলে দার্জিলিংয়ের ম্যালে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। ছবি ঃ রণজিৎ ঘোষ

বৃষ্টিতে ভিজে প্রথমদিন পরীক্ষা দিতে গেল চা বলয়ের পরীক্ষার্থীরা

নাগরাকাটা, ১২ মার্চ ঃ সোমবার ব্যাপক বৃষ্টির জেরে চা বলয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা রীতিমতো সমস্যায় পড়ে। রবিবার রাত থেকেই ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছিল। এদিন পরীক্ষার্থীরা তুমুল বৃষ্টিপাত মাথায় নিয়ে পরীক্ষা দিতে বাড়ি থেকে বের হয়। নাগরাকাটা, মেটেলি, বানারহাটের মতো জায়গাগুলিতে এদিন পরীক্ষার্থীদের ছাতা মাথায় পরীক্ষা দিতে যেতে দেখা দিয়েছে। যারা ছাতা জোগাড় করতে পারেনি তারা মাথায় প্লাস্টিক জড়িয়ে, কেউবা আধভেজা আবার কেউ পুরোপুরি ভিজেই পরীক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা হয়। একসময় বৃষ্টি থেমে গেলেও সন্ধ্যার দিকে ফের বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে পরের পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে কী হবে ভেবে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, প্রতিবারের মতো এবারও চা বলয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ট্র্যাক্টর, ট্রেকারের মতো যানবাহনে চড়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়। ফলে পরীক্ষাকে ঘিরে যাত্রা-যন্ত্রণার সেই চেনা ছবি এবারও ডুয়ার্সে বজায় থাকল। তবে প্রথম ভাষার পরীক্ষা দিয়ে দিনের শেষে পড়ুয়ারা তাদের সন্তুষ্টির কথাই জানিয়েছে। মালবাজারের মহকুমাশাসক সিয়াদ এন বলেন, 'মহকুমার ২৪টি পরীক্ষাকেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণভাবে প্রথম দিনের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্যও পর্যাপ্ত গাড়ির বন্দোবস্ত ছিল। গাড়ির বিষয়টি নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই।' নাগরাকাটার বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা এদিন তাঁর বিধানসভা এলাকার একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরে তিনি বলেন, 'কোথাও কোনো সমস্যা নেই। চা বাগানের পরীক্ষার্থীদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

চা বলয়ে ফি বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষার্থীদের বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করতে হয়। দূরদূরান্তের চা বাগানের পড়ুয়াদের মূলত সমস্যার মুখে পড়তে হয়। বহু বাগানেই এখনও আলাদা কোনো স্কুলবাস নেই। সারা বছরের মতো পরীক্ষার সময়ও মালিকপক্ষের দেওয়া গাড়িই পড়ুয়াদের মূল ভরসা। গাড়িগুলির বেশিরভাগই লজ্‌ঝড়ে হয়ে পড়েছে। ট্রাক, ট্র্যাক্টর, ট্রেকারে ঠাসাঠাসি করে কিংবা ঝুলে ঝুলে পরীক্ষার্থীদের এবারও পরীক্ষা দিতে যেতে ও ফিরে আসতে দেখা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে নাগরাকাটার চ্যাংমারি চা বাগানে পরীক্ষার্থী বোঝাই একটি ট্র্যাক্টরের ডালা খুলে বাইরে ছিটকে পড়ে ৫০ পড়ুয়া মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল। বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগানেও একইরকমভাবে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ট্র্যাক্টর উলটে বহু পরীক্ষার্থীর আহত হওয়ার ঘটনা এখনও ডুয়ার্সের আনাচেকানাচে আলোচিত হয়। বন্ধ রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর কিংবা প্রত্যন্ত ক্যারন চা বাগানের পরীক্ষার্থীদের এবারও যাতায়াতের সমস্যায় ভুগতে হয়েছে। ভুটান সীমান্তের ক্যারন বাগান থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া হলেও পরীক্ষা শেষ হলে কিছু ছাত্রছাত্রীকে না নিয়েই গাড়ি চলে যায়। রেশমা ওরাওঁ নামে এক ছাত্রী এলাকার বাসস্ট্যান্ডে বাড়ি ফেরার গাড়ি ধরতে অপেক্ষা করছিল। সে বলে, 'এখন লুকসান পর্যন্ত না হয় চলে যেতে পারব। তারপর কী হবে জানা নেই। কারণ, লুকসান থেকে ক্যারনে যাবার খুব বেশি গাড়ি পাওয়া না।'

এদিন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ভেনু বিভ্রাটের ঘটনাও ঘটে। চ্যাংমারি টি ই হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভেনু নাগরাকাটা হাইস্কুলে পড়েছে। সেখানকার অনেকেই পরীক্ষা দিতে নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক স্কুলের ভেনুতে চলে আসে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে নিজেদের সিট নম্বর খুঁজে না পেয়ে ওই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে প্রকৃত পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। চ্যাংমারি বাগানের ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শিবকুমার ঝা বলেন, 'ওরা ভুল করে নাগরাকাটা হাইস্কুলের জায়গায় নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চলে যায়।'

জোড়পাকড়িতে পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে এলেন বাসিন্দারা

ময়নাগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি শান্ত হয়নি। কিন্তু তার আঁচ যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গায়ে না লাগে সেজন্য এলাকার বাসিন্দারাই সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। তাঁরাই এলাকার যানজট সামলালেন, পরীক্ষাকেন্দ্রের আশপাশে রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সমাবেশ আটকালেন, পরীক্ষার্থীদের জন্য ছোটো গাড়ির বন্দোবস্ত করলেন। মাধ্যমিক পরীক্ষাকে ঘিরে সোমবার ময়নাগুড়ি জোড়পাকড়ি আব্দুল গনি উচ্চবিদ্যালয়ে এমনই ছবি দেখা গেল। অন্যদিকে, শনিবার সংঘর্ষের ঘটনায় আহত দলীয় কর্মী সুরত আলির খোঁজখবর নিতে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যান।

মাধ্যমিকের ময়নাগুড়ি সেন্টার সি-র ইনচার্জ মৃণাল পাল বলেন, 'প্রথমদিনের পরীক্ষাকে ঘিরে কোনো অশান্তি হয়নি। পরীক্ষার্থীরা কোনো অভিযোগ জানায়নি।' ময়নাগুড়ি থানার আইসি নন্দকুমার দত্ত বলেন, 'সংঘর্ষের ঘটনায় নতুন করে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আপাতত জোড়পাকড়ি এলাকায় দলের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি রাখা হয়নি। তবে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে জোড়পাকড়িতে তৃণমূলের লাগাতার কর্মসূচির ব্যবস্থা করা রয়েছে।

গত শনিবার তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল ময়নাগুড়ি জোড়পাকড়ি এলাকা। তারপর থেকে উত্তপ্তই ছিল গোটা এলাকা। কখনও সংঘর্ষ, পরবর্তী সংঘর্ষ, কখনও আবার কঠোর পুলিশি অভিযান। সঙ্গী ছিল ধর্মঘট। সবমিলিয়ে থমথমে হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। জোড়পাকড়ি বাজারের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে আব্দুল গনি উচ্চবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে রয়েছে মাধ্যমিকের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রেই আশপাশের অন্য তিনটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার সিট পড়েছে। এলাকার উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে এই বিদ্যালয়ে যাদের সিট পড়েছে সেই পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা যথেষ্টই আশঙ্কিত ছিলেন। জোড়পাকড়ি এলাকার স্থানীয় স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার কেন্দ্র পড়েছে পুঁটিমারিতে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকলে তারা কীভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাবে তা নিয়ে ওই পড়ুয়ারা চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সোমবার সকাল থেকে দেখা যায় জোড়পাকড়ি এলাকার বাসিন্দারা নিজেরাই বাইরে থেকে আসা পরীক্ষার্থীদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। পাশাপাশি জোড়পাকড়ির ছাত্রছাত্রীরাও যাতে বাইরে গিয়ে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করছেন। এদিন প্রশাসনের থেকেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট জোরদার করা হয়েছিল। ময়নাগুড়ি থানার মেজোবাবু উমেশ দাস ও থানার আধিকারিক রাজা সাহার নেতৃত্বে বিরাট পুলিশবাহিনী এদিন জোড়পাকড়ি আব্দুল গনি উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে মোতায়েন ছিল। এই পরীক্ষাকেন্দ্রে বেশকিছু ছাত্রীর পরীক্ষার সিট পড়ায় ময়নাগুড়ি থানার আধিকারিক স্মৃতিকণা বর্মনের নেতৃত্বে আলাদাভাবে মহিলা পুলিশকর্মীও মোতায়েন করা হয়। অশান্তি রুখতে পুলিশের একটি মোবাইল ভ্যান গোটা এলাকায় টহল দেয়। সকালের দিকে ময়নাগুড়ি থানার আইসি নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে আসেন। জোরদার নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় এদিন পরীক্ষা দিতে আসতে পরীক্ষার্থীদের কোনো রকমের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়নি।

ময়নাগুড়ির একটি স্কুলের সামনে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড়। ছবি ঃ অভিরূপ দে

এদিন সকালে একটি ছোটো মারামারির ঘটনা ছাড়া নতুন করে আর কোনো অশান্তি হয়নি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে জোড়পাকড়ি বাজার। অন্যদিনের তুলনায় কম হলেও এদিন বাজারে বহু লোক দেখা গিয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতি বন্ধ তুলে নেওয়ায় এদিন বেশিরভাগ দোকানপাট খুলে যায়। জোড়পাকড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উত্তম সাহা বলেন, পরিস্থিতি আগের থেকে অনেক স্বাভাবিক হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্য আরও কিছুদিন পুলিশ টহলের দাবি জানানো হয়েছে।

এদিন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির তরফে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জোড়পাকড়ির বিজেপি নেতা শিবশংকর দত্তের নিরাপত্তাব্যবস্থার দাবির পাশাপাশি নিরপেক্ষভাবে গোটা ঘটনা তদন্তের দাবি জানানো হয়। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'ঘটনার পর থেকে তৃণমূল কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি পুলিশ সুপারকে জানানো রয়েছে।'

সিলকরা শোরুম খোলার দাবি টোটোচালকদের

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি শহরে অ্যাসেমবল্ড করে টোটো বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছিল। সে সময় শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে মোট ১৮টি টোটো শোরুম সিল করে দিয়েছিল মহকুমা প্রশাসন। সেই শোরুমগুলি খোলার দাবিতে সরব হল নর্থবেঙ্গল ই-রিকশা ডিলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। সোমবার সকালে তাঁরা হিলকার্ট রোডে মহকুমাশাসকের দপ্তরে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান।

শিলিগুড়ির মহকুমাশাসককে অবৈধভাবে টোটো বিক্রি করা শোরুমগুলি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জেলা প্রশাসনের তরফে। সেইমতো অভিযানে নেমে ১৮টি শোরুম বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিযোগ, প্রত্যেকটি শোরুমই আইন ভেঙে ব্যবসা করছিল। যদিও শোরুম মালিকদের দাবি, তাঁদের বৈধ কাগজপত্র আছে। অবৈধভাবে শোরুমগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সোমবার মহকুমাশাসকের দপ্তরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংশুক মাইতির সঙ্গে দেখা করেন সংগঠনের সদস্যরা। তাঁরা অবিলম্বে সিল করা শোরুমগুলি খুলে দেওয়ার দাবি জানান। সংগঠনের সভাপতি কল্লোল সাহা বলেন, 'আমাদের যতগুলি শোরুম সিজ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটির বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। তাই শোরুমগুলি খুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' তাঁর পালটা অভিযোগ, 'কাগজ থাকলেও আমাদের শোরুম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটি নামি সংস্থার শোরুম অবৈধভাবে টোটো বিক্রি করছে। সেক্ষেত্রে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমরা এখন না খেতে পেয়ে মরতে বসেছি।' এই বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কিংশুক মাইতি বলেন, 'যাঁদের দোকান সিল করে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের কাছে বৈধ কাগজপত্র নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভা

বাগডোগরা, ১২ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড কালচার বিভাগের উদ্যোগে লোকসংস্কৃতি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই সভাটি চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে এই আলোচনা সভার উদ্‌বোধন করেন উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্য। তিনি আলোচনার বিষয় নির্বাচনের প্রশংসা করে এর সাফল্য কামনা করেন। পাশাপাশি লোকসংস্কৃতিচর্চার গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন।

ওই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ নিখিলেশ রায় বলেন, আধুনিক সময়ে লোকসংস্কৃতির অবস্থান সংকুচিত হচ্ছে। তাই তার অতীত অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতের জন্য আলোর সন্ধান করা প্রয়োজন। আলোচনা সভায় মূল ভাষণ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য ডঃ শিরিন আখতার, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী, নেপাল ললিতকলা অ্যাকাডেমির শিল্পী ও গবেষক পবন রাজবংশী, ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ প্রমুখ। আলোচনায় বাংলাদেশ, নেপাল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ৩০ জন অধ্যাপক অংশ নেন।

শিক্ষাকর্মীদের সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ সোমবার রবীন্দ্র ভানু মঞ্চে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলন মঞ্চেই 'উচ্চশিক্ষায় শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা' শীর্ষক একটি আলোচনারও আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দিলীপ সরকার, অধ্যাপক রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগঠনের সভাপতি প্রভাত যাদব প্রমুখ এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এদিন ক্যাম্পাসে অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের সাংগঠনিক দপ্তরের উদ্‌বোধন করা হয়।

খুন দিনমজুর, গুরুতর জখম স্ত্রী

ওদলাবাড়ি, ১২ মার্চ ঃ মহম্মদ ইলিয়াস খুনের তিন মাসের মাথায় ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ফের ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের ঘটনা ঘটল। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ ১০ নম্বর গজলডোবা এলাকার তিস্তা নদীর অতিরিক্ত জলাশয় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুজন সরকার (৩৫)। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন। আততায়ীদের আক্রমণে গুরুতর জখম সুজনবাবুর স্ত্রী টগরিদেবী বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কী কারণে রাজনীতির সংস্রব থেকে শত হাত দূরে থাকা এই দরিদ্র দম্পতির উপর আক্রমণ চালানো হল তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে জোর প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। মালের এসডিপিও দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০ নম্বর গজলডোবা এলাকার তিস্তা নদীর অতিরিক্ত জলাশয়ে (স্থানীয়ভাবে এলাকাটি তিস্তার গ্যাপ হিসাবে পরিচিত) সুজনবাবু টেপাই দিয়ে মাছ ধরে তা বাজারে বিক্রি করতেন। পাশাপাশি, ঘিস নদীতে বালি-বজরি চালানির কাজ করেও দুই নাবালক ছেলেমেয়ের বাবা সুজনবাবু সামান্য রোজগার করতেন। অন্য দিনের মতো সোমবার বিকেলেও সুজনবাবু টেপাই (মাছ ধরার এক ধরনের যন্ত্র) নিয়ে তিস্তার ওই গ্যাপে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ পরও তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় টগরিদেবী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ বাড়ির পিছনে তিস্তার গাইড বাঁধের পাড়ে গিয়ে স্বামীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। অভিযোগ, ওই সময় আততায়ীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকেও খুনের চেষ্টা করে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলা ও হাতে জোরালো আঘাত করা হয়। মারাত্মক জখম অবস্থায় টগরিদেবী কোনোমতে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে বাসিন্দারা তিস্তার গ্যাপে গিয়ে সেখানে সুজনবাবুর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। বাসিন্দাদের সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন টগরিদেবীর বয়ানকে তদন্তকারীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেই পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে ঠিক করেছে। এদিকে, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকার বাসিন্দা দুলাল বিশ্বাস বলেন, 'নিরীহ সুজন ও তাঁর স্ত্রীর উপর কে বা কারা এভাবে হামলা চালাল তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

হাইস্কুলের সামনে সরকারি বাস দাঁড়াল

বাগডোগরা, ১২ মার্চ ঃ সোমবার থেকে মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের সামনে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস দাঁড়াচ্ছে। সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথমদিনে এনবিএসটিসি-র বাস দাঁড়ানোর চিঠি স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে আসায় স্কুলে খুশির হাওয়া। মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম জানান, দীর্ঘদিন ধরেই আমরা শীর্ষমহলে আবেদন-নিবেদন করছি এখানে বাস দাঁড়ানোর জন্য। তবে দেরিতে হলে সেই আবেদনে সাড়া দেওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক জানান, তাঁর স্কুলে ২ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী পড়ে। তারা চোপড়া, দাসপাড়া, বিধাননগর, ভীমবার, ঘোষপুকুর সহ বিভিন্ন স্থান থেকে আসে। স্কুলের সামনে বাস না দাঁড়ানোর জন্য ছাত্রছাত্রী ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। তিনি জানান, এনবিএসটিসি-র শিলিগুড়ি ডিভিশনাল ম্যানেজারে পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। সোমবার থেকে বাস স্কুলের সামনে দাঁড়াবে।

করিমুলের বাড়িতে বারলা

রাজনীতি নয়, 'গুণমুগ্ধ' জন বারলা দেখা করতে এলেন করিমুলের সঙ্গে।

লাটাগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গ থেকে জলপাইগুড়ি জেলার সমাজসেবী পদ্মশ্রী করিমুল হককে রাষ্ট্রপতির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের প্রস্তাব দিয়েছিল জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক। যদিও করিমুল হক রাজনীতিতে আসতে রাজি নন বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। রবিবারের এই প্রস্তাবের পর সোমবার বিজেপি নেতা জন বারলা করিমুল হকের বাড়িতে আসেন। তবে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি জানান, রাজনীতি নিয়ে এখানে আসেননি। করিমুল হকের কাজে মুগ্ধ হয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে চেল নদীর ওপর সেতুর জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন করিমুল হক। সামনের মাসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আশ্বাস দেন জন বারলা। এদিন করিমুল হককে সঙ্গে নিয়ে চেল নদীর ওপর সেতুর প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখতে চেল নদীর পাড়েও যান জন বারলা।

বাস টার্মিনাসের জন্য এক কোটি

ধূপগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ ধূপগুড়ি পুর বাস টার্মিনাসের উন্নতির জন্য এক কোটি টাকা দিল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। সোমবার এই অর্থ বরাদ্দের আদেশনামা হাতে পেয়েছে পুরসভা। পুরসভা সূত্রে খবর, এই টাকায় বাস টার্মিনাসে যাত্রীদের জন্য এসি ওয়েটিং রুম তৈরি, চব্বিশ ঘণ্টা পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয়গুলির উন্নতি করার পাশাপাশি অত্যাধুনিক লাইটে সাজানো হবে গোটা চত্বর। ধূপগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'আমরা পুর বাস টার্মিনাসকে সর্বাধুনিকভাবে গড়ে তোলার কাজে সাহায্য চেয়ে মাননীয় পরিবহণমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলাম। উনি বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিলেন। তবে এত দ্রুত অনুমোদন মিলবে তা ভাবিনি। এই অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিবহণমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই পুরসভার পক্ষ থেকে।'

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২৫ মে গত পুর বোর্ডের আমলে বাস টার্মিনাসটির উদ্‌বোধন হয়। খুব অল্প সময়েই বাস টার্মিনাসে যানবাহন ও যাত্রীদের নিয়মিত ভিড় বাড়তে থাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, শৌচালয়ের সংখ্যা বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়ে, যা নিয়ে চিন্তায় পড়ে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। পরিবহণ দপ্তর থেকে অর্থ বরাদ্দ মেলায় সেই কাজগুলি দ্রুত করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন পুরকর্তারা।

বিয়েতে আপত্তি, বাড়ি থেকে পালিয়ে থানায় গেল কিশোরী

ধূপগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ বিয়ের হাত থেকে বাঁচতে ভোরবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় থানায় পৌঁছাল দশম শ্রেণির ছাত্রী সোনালি বর্মন। ধূপগুড়ি পুর এলাকার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বর্মনপাড়া এলাকার বাসিন্দা সোনালি বর্তমানে বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতনের ছাত্রী। তাঁর বাবা শ্যাম বর্মন একটি হোটেলে কাজ করেন। জানা গিয়েছে, বাড়ির চার সন্তানের মধ্যে সব থেকে ছোটো সোনালি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাইলেও তার পরিবার তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিতে চায়। তাই এদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। এদিন ধূপগুড়ি থানায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি জানায়, এর আগে ক্লাস নাইনে পড়ার সময়েও একবার বিয়ে পাকা করে আশীর্বাদ অবধি সেরে ফেলেছিল পরিবারের লোকরা। পাড়ার লোকদের চেষ্টায় সেবার কোনোক্রমে রক্ষে পেলেও ফের পরিবারের তরফে গোপনে তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। এজন্য কয়েকদিন থেকে স্কুল এবং টিউশনি যাওয়াও বন্ধ করে দেয় পরিবারের লোকরা। এদিন সোনালি বলে, 'আজ আমাকে অসমে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছিল। আমি ভেবেছিলাম হয়তো আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপার হবে। কিন্তু দিদি ও মায়ের কথায় বুঝতে পারি ওরা আমাকে অসমে নিয়ে বিয়ে দিতে চায়। আমি আরও পড়াশোনা করতে চাই, তাই নিরুপায় হয়ে বাড়ি থেকে পালাই।' এদিন ভোরে বাড়ি থেকে পালিয়ে এক প্রতিবেশী মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে সে পৌঁছায় ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার দয়ামণি রায়ের বাড়ি। উল্লেখ্য, ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার হওয়ার পাশাপাশি ওই এলাকার বাসিন্দা দয়ামণি রায় ওয়ার্ডের বর্মনপাড়া শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের কর্মী এবং সোনালির ছোটোবেলার শিক্ষিকা। এরপর প্রাক্তন শিক্ষিকাকে নিয়েই সে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানায়। থানা থেকে কিশোরীর পরিবারের লোকদের খবর দেওয়া হলে তার মা সুগন্ধ্যা রায় এবং এক দিদি থানায় পৌঁছায়। সেসময় থানার ডিউটি অফিসার দিলীপ রায় এবং দয়ামণি রায় কিশোরীর মা ও দিদিকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেও তাঁরা কোনোভাবেই বিয়ে দেওয়ার বিষয়ে পিছু হটতে চাননি। শেষ পর্যন্ত, সোনালির ইচ্ছেমতো দয়ামণি রায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে যায়।

দিদি ও মায়ের কথায় বুঝতে পারি ওরা আমাকে অসমে নিয়ে বিয়ে দিতে চায়। আমি আরও পড়াশোনা করতে চাই, তাই নিরুপায় হয়ে বাড়ি থেকে পালাই।

দয়ামণি রায় জানান, 'ও আমার ছাত্রী ছিল, ফলে ওর প্রতি আমার সন্তানস্নেহ রয়েছে। ওর পরিবারের লোকদের এর আগেও অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু কাজ হয়নি। সোনালি বিয়েতে রাজি হয়নি বলে তাকে মারধরও করা হত নির্মমভাবে। আপাতত ওকে আমার কাছেই রেখেছি। কাল পাড়ার সকলে মিলে ওর পরিবারের লোকদের আবারও বোঝানোর চেষ্টা করব। মেয়েটির পরিবার অবশ্য বিয়ে দেওয়ার যুক্তিতে অনড়। এদিন থানায় দাঁড়িয়ে মেয়েটির মা বলেন, আমার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। সব সময় নজর দিতে পারি না। তাই বাধ্য হয়েই এই পথে যাওয়ার কথা ভেবেছি। এ বিষয়ে ব্লক নারী ও শিশুকল্যাণ আধিকারিক সন্দীপ দে বলেন, রাজ্য সরকার কন্যাশ্রী সহ একাধিক সরকারি সুবিধা দিচ্ছে পড়াশোনার জন্য। ফলে মেয়েটি যদি এবিষয়ে আইনের সাহায্য চায় তাহলে এমন কাজ করার জন্য পরিবারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হবে। আমরাও আগামীকাল বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেব। প্রয়োজনে তার পরিবারের সঙ্গেও কথা বলব। এ ব্যাপারে ধূপগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, বিষয়টি শুনেছি এবং দয়ামণিদির সঙ্গে কথাও বলেছি। কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি সবরকমভাবে মেয়েটির পাশে দাঁড়াব। কোনো অবস্থাতেই ওর পড়াশোনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।